Contents

General Rules and Regulations for Cultural Competition 2026 / সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৬ এর সাধারণ নিয়মাবলী 2

I - Categories and Content / I- বিভাগ এবং বিষয়বস্তু 2

II - Registration for Participation / II - অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন 3

III - Online Submission and Evaluation / III - অনলাইন জমা এবং মূল্যায়ন 3

IV - Offline Competition and Prize Distribution Ceremony / IV - অফলাইন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান 4

V- Important Dates / V- গুরুত্বপূর্ণ তারিখ 5

Contents and Specific Rules for Competitions / প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু এবং নির্দিষ্ট নিয়মাবলী 6

1. Speech recital – Bengali / ১. বক্তৃতা আবৃত্তি – বাংলা 6

2. Speech recital – English / ২. বক্তৃতা আবৃত্তি – ইংরেজি 10

3. Yogasana (for boys only) / ৩. যোগাসন (শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য) 12

4. Music / ৪. সঙ্গীত 14

5. Essay Writing / ৫. প্রবন্ধ লেখা 15

6. Sanskrit Chanting / ৬. সংস্কৃত স্তবপাঠ 16

7. Drawing / ৭. অঙ্কন 20

8. Elocution / ৮. বক্তৃতা 21

9. Abritti / ৯. আবৃত্তি 21

10. Quiz / ১০. কুইজ 23

General Rules and Regulations for Cultural Competition 2026 /

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৬ এর সাধারণ নিয়মাবলী

I - Categories and Content / I- বিভাগ এবং বিষয়বস্তু

1) Both boys and girls can participate in this competition. All competitions are held in two stages: an initial on-line round followed by a final off-line round after screening. Participants may register for up to three competitions from the following events:

১)ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। সমস্ত প্রতিযোগিতা দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে: একটি প্রাথমিক অনলাইন রাউন্ড এবং স্ক্রিনিংয়ের পরে অপরটি চূড়ান্ত অফলাইন রাউন্ড। অংশগ্রহণকারীরা নিম্নলিখিত তালিকা থেকে সর্বাধিক তিনটি প্রতিযোগিতার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন।

Available Events	**উপলব্ধ প্রতিযোগিতাগুলি**
1. Speech recital – Bengali	১. বক্তৃতা আবৃত্তি - বাংলা
2. Speech recital – English	২. বক্তৃতা আবৃত্তি - ইংরেজি
3. Yogasana (for boys only)	৩. যোগাসন (শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য)
4. Music	৪. সঙ্গীত
5. Essay Writing	৫. প্রবন্ধ রচনা
6. Sanskrit Chanting	৬. সংস্কৃত স্তবপাঠ
7. Drawing	৭. অঙ্কন
8. Elocution	৮. বক্তৃতা
9. Abritti	৯. আবৃত্তি
10. Quiz	১০. কুইজ

2) All competitions will be conducted across three age categories. Participants will select their respective category while filling in the Google form for uploading their content.

২) সমস্ত প্রতিযোগিতা তিনটি বয়স বিভাগে পরিচালিত হবে। অংশগ্রহণকারীরা গুগল ফর্ম পূরণ করে তাদের বিষয়বস্তু আপলোড করার সময় তাদের নিজ নিজ বিভাগ নির্বাচন করবে।

Category I – Class V to Class VIII	বিভাগ ক – পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি
Category II – Class IX to Class XII	বিভাগ খ – নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি
Category III – Above XII to less than 25Yrs	বিভাগ গ – দ্বাদশ শ্রেণির উপরে থেকে ২৫ বছরের কম বয়সী

3) Contents for various competitions are appended at the end of this document. Please go through them carefully.

৩) বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু এই নথির শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। দয়া করে সেগুলি ভাল করে পড়ুন।

II - Registration for Participation / II - অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন

4) Interested candidates can register by paying a non-refundable entry fee of Rs. 20 per competition through the designated registration portal.

৪) আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত নিবন্ধন পোর্টালের মাধ্যমে প্রতি প্রতিযোগিতার জন্য ২০ টাকা অ-ফেরতযোগ্য প্রবেশ মূল্য প্রদান করে নিবন্ধন করতে পারবেন।

https://vivekanandahomeslc.org/rea/competitions/competitions.php

5) After paying the entry fee, make sure to receive the official online fee receipt from Ramakrishna Mission. If you do not receive it, the registration process is unsuccessful, and your payment remains incomplete.

৫) প্রবেশ মূল্য প্রদানের পর, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে অফিসিয়াল অনলাইন রসিদটি গ্রহণ করতে ভুলবেন না। যদি আপনি এটি না পান, তাহলে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি এবং আপনার অর্থ প্রদান অসম্পূর্ণ হয়েছে বুঝতে হবে।

6) You may text your queries regarding registration and competition to 70032 06825 (WhatsApp message only).

৬)রেজিস্ট্রেশন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত আপনার প্রশ্নগুলি ৭০০৩২ ০৬৮২৫ নম্বরে লিখে জানাতে পারেন (শুধুমাত্র হোয়াটস্অ্যাপ বার্তায়)।

7) The last date for registration is 25th July, 2026. After registration, a WhatsApp / Google group will be created for all candidates, competition-wise.

৭) নিবন্ধনের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই, ২০২৬। নিবন্ধনের পর, প্রতিটি প্রতিযোগিতার জন্য পৃথক হোয়াটস্অ্যাপ বা গুগল গ্রুপ তৈরি করা হবে।

III - Online Submission and Evaluation / III - অনলাইন জমা এবং মূল্যায়ন

8) A Google Form will be shared in the designated WhatsApp / Google group after 25th July, 2026 for the online competition. Participants must fill up the Google Form and upload their content within the form. The uploaded file should be named using the format: “Participant’s Name_Phone Number”. Example: If the participant’s name is Motilal Biswas and his phone number is 1234567890, the file should be named: Motilal_1234567890. Last date for filling up the Google Form is 10th August 2026.

৮) অনলাইন প্রতিযোগিতার জন্য ২৫ জুলাই, ২০২৬ এর পরে নির্ধারিত হোয়াটসঅ্যাপ বা গুগল গ্রুপে একটি গুগল ফর্ম শেয়ার করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই গুগল ফর্মটি পূরণ করতে হবে এবং ফর্মের মধ্যে তাদের বিষয়বস্তু আপলোড করতে হবে। আপলোড করা ফাইলটির নাম "অংশগ্রহণকারীর নাম_ফোন নম্বর" এই ফর্ম্যাটে রাখতে হবে। উদাহরণ: যদি অংশগ্রহণকারীর নাম Motilal Biswas হয় এবং তার ফোন নম্বর 1234567890 হয়, তাহলে ফাইলটির নাম: Motilal_1234567890 রাখতে হবে। গুগল ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট ২০২৬।

9) After the evaluation of their submitted content online, contestants will receive a participation certificate via email.
৯)অনলাইনে জমা দেওয়া বিষয়বস্তু মূল্যায়নের পর, সকল প্রতিযোগী ইমেলের মাধ্যমে অংশগ্রহণের শংসাপত্র পাবেন।

10) Online contestants will be shortlisted for the final phase by 10th September, 2026. Approximately twenty contestants per category will be selected for the offline competition. The number of shortlisted participants and prize units will be determined at the discretion of the management. The list of shortlisted contestants from the online competition will be posted in the designated WhatsApp / Google group. The exact schedule for the offline competition will also be shared in the group. Contestants are advised to stay updated via the WhatsApp group for all official announcements.
১০) অনলাইন প্রতিযোগীদের চূড়ান্ত পর্বের জন্য ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সালের মধ্যে বাছাই করা হবে। অফলাইন প্রতিযোগিতার জন্য প্রতি বিভাগে আনুমানিক ২০ জন প্রতিযোগী নির্বাচন করা হবে। এই নির্বাচন ও পুরস্কারের সংখ্যা নির্ধারণে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অনলাইন প্রতিযোগিতা থেকে অফলাইন প্রতিযোগীতার জন্য নির্বাচিত অংশগ্রহণকরারীদের তালিকা নির্ধারিত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করা হবে। অফলাইন প্রতিযোগিতার সঠিক সময়সূচীও গ্রুপে শেয়ার করা হবে। এ সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য হোয়াটস্অ্যাপ বা গুগল গ্রুপের মাধ্যমে অবগত করা হবে।

IV - Offline Competition and Prize Distribution Ceremony / IV - অফলাইন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

11) Contestants selected for the off-line finals must appear in person at Ramakrishna Mission Swami Vivekananda's Ancestral House & Cultural Centre on the designated day (See the section Important dates) to participate in the competition(s). Following a thorough evaluation of off-line performance, the Prize Distribution Ceremony will take place on 15th November 2026 at 10 AM, where prizes will be awarded based on the off-line competition results.
১১) অফ-লাইন ফাইনালের জন্য নির্বাচিত প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনে (গুরুত্বপূর্ণ তারিখ বিভাগটি দেখুন) রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে। অফ-লাইন প্রতিযোগিতার পারদর্শিতা মূল্যায়নের পর, ১৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে সকাল ১০ টায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

12) Prize Details
All contestants selected for the off-line competition will receive a book and a photograph as a gift.
For each category in the competition, prizes will be awarded as follows:

- **First Position:** ₹ 3,000 (Three thousand rupees) cash + Certificate
- **Second Position:** ₹ 2,000 (Two thousand rupees) cash + Certificate
- **Third Position:** ₹ 1,000 (One thousand rupees) cash + Certificate
- **1st Special Position:** ₹ 500 (Five hundred rupees) cash + Certificate
- **2nd Special Position:** ₹ 500 (Five hundred rupees) cash + Certificate

১২) পুরস্কারের বিবরণ

অফ-লাইন প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত সকল প্রতিযোগীকে উপহার হিসেবে একটি বই এবং একটি ছবি দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার প্রতিটি বিভাগের জন্য, নিম্নলিখিতভাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে:

- **প্রথম স্থান**: ₹ ৩,০০০ (তিন হাজার টাকা) নগদ + শংসাপত্র
- **দ্বিতীয় স্থান**: ₹ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা) নগদ + শংসাপত্র
- **তৃতীয় স্থান**: ₹ ১,০০০ (এক হাজার টাকা) নগদ + শংসাপত্র
- **প্রথম বিশেষ স্থান**: ₹ ৫০০ (পাঁচশ টাকা) নগদ + শংসাপত্র
- **দ্বিতীয় বিশেষ স্থান**: ₹ ৫০০ (পাঁচশ টাকা) নগদ + শংসাপত্র

13) Misconduct Policy: Any form of misconduct in the online or offline competitions will be dealt with strictly and may lead to cancellation of candidature.

১৩) অসদাচরণ নীতি: অনলাইন বা অফলাইন প্রতিযোগিতায় যেকোনো ধরণের অসদাচরণ কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীর নাম তালিকা থেকে বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

14) Travel & Accommodation: Participants of the offline competition must make their own arrangements for travel, lodging, and boarding.

১৪) ভ্রমণ ও আবাসন: অফলাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের যাতায়াত, থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা নিজস্বভাবে করতে হবে।

15)Authority's Decision: The decision of the organizing authority in all matters concerning the competition will be indisputably final.

১৫) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত: প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

V- Important Dates / V- গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

Last date for registration –**25th July, 2026**

নিবন্ধনের শেষ তারিখ – **২৫ জুলাই, ২০২৬**

Last date for online submission of files via Google Form – **10th August, 2026**

গুগল ফর্মের মাধ্যমে ফাইল অনলাইনে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ – **১০ আগস্ট, ২০২৬**

Announcement of results of the on-line competition – **10th September, 2026**

অনলাইন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা – **১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬**

Offline Competition Dates / অফলাইন প্রতিযোগিতার তারিখ

Competition **প্রতিযোগিতা**	**Date** **তারিখ**	**Time (including time for registration)** **সময় (নিবন্ধনের সময় সহ)**
Speech recital – Bengali বক্তৃতা আবৃত্তি – বাংলা	3rd October, Saturday ৩ অক্টোবর, শনিবার	1–5 PM দুপুর ১–বিকাল ৫টা
Speech recital – English বক্তৃতা আবৃত্তি – ইংরেজি	3rd October, Saturday ৩ অক্টোবর, শনিবার	1–5 PM দুপুর ১–বিকাল ৫টা
Yogasana যোগাসন	4th October, Sunday ৪ অক্টোবর, রবিবার	8–10 AM, 10:30 AM–12:30 PM, 2–4 PM সকাল ৮–১০টা, বেলা ১০:৩০–১২:৩০টা, দুপুর ২–৪টা
Music সঙ্গীত	4th October, Sunday ৪ অক্টোবর, রবিবার	1–5 PM দুপুর ১–বিকাল ৫টা
Essay Writing প্রবন্ধ রচনা	11th October, Sunday ১১ অক্টোবর, রবিবার	1–5 PM দুপুর ১–বিকাল ৫টা
Sanskrit Chanting সংস্কৃত স্তবপাঠ	11th October, Sunday ১১ অক্টোবর, রবিবার	1–5 PM দুপুর ১–বিকাল ৫টা
Drawing অঙ্কন	31st October, Saturday ৩১ অক্টোবর, শনিবার	10 AM–12 Noon সকাল ১০টা–দুপুর ১২টা
Elocution বক্তৃতা	31st October, Saturday ৩১ অক্টোবর, শনিবার	1–5 PM দুপুর ১–বিকাল ৫টা
Abritti আবৃত্তি	1st November, Sunday ১ নভেম্বর, রবিবার	1–5 PM দুপুর ১–বিকাল ৫টা
Quiz কুইজ	1st November, Sunday ১ নভেম্বর, রবিবার	10 AM–4 PM সকাল ১০টা–বিকাল ৪টা

Prize distribution ceremony – Sunday 15th November, 2026, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান – রবিবার ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬

Contents and Specific Rules for Competitions / প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু এবং নির্দিষ্ট নিয়মাবলী

1. Speech recital – Bengali / ১. বক্তৃতা আবৃত্তি – বাংলা

১.বক্তৃতাগুলি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হবে।

২. নির্ধারিত গুগল ফর্মের মাধ্যমে আপনার বক্তৃতা আবৃত্তির অডিও ফাইলটি MP3/M4A ফর্ম্যাটে রেকর্ড করে আপলোড করুন। (সর্বোচ্চ ফাইলের আকার: 10MB)।

৩. অফলাইন প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হলে, প্রতিযোগীকে **৩ অক্টোবর, শনিবার** স্বামীজির বাড়িতে এসে একই বিষয়বস্তু মুখস্থ আবৃত্তি করতে হবে।

বক্তৃতা আবৃত্তির বিষয়:

বিভাগ – ক

মানুষের যথার্থ স্বরূপ (স্বামীজীর বাণী ও রচনা –দ্বিতীয় খণ্ড)

একটি আসন্ন প্রসবা সিংহী একবার শিকার-অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। দূরে একদল মেষ চরিতেছে দেখিয়া যেমন সে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফ দিল, অমনি তাহার মৃত্যু হইল, একটি মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেষদল তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, সে-ও মেষগণের সহিত একত্র বড় হইতে লাগিল, মেষগণের ন্যায় ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল; যদিও সে রীতিমত একটি সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। এইরূপে দিন যায়, এমন সময় আর একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহ শিকার-অন্বেষণে সেখানে উপস্থিত হইল; কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্চর্য হইল যে, ঐ মেষদলের মধ্যে একটি সিংহ রহিয়াছে, আর সে মেষধর্মী হইয়া বিপদের সম্ভাবনামাত্রই পলাইয়া যাইতেছে। সিংহ উহার নিকট গিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল যে, সে সিংহ, মেষ নহে; কিন্তু যেমনি সে অগ্রসর হয়, অমনি মেষপাল পলাইয়া যায়-তাহাদের সঙ্গে মেষ-সিংহটিও পলায়। যাহা হউক, ঐ সিংহ মেষ-সিংহটিকে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। সে ঐ মেষ-সিংহটি কোথায় থাকে, কি করে, লক্ষ্য করিতে লাগিল। একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে; দেখিয়াই সে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, 'ওহে, তুমি মেষপালের সঙ্গে থাকিয়া আপন স্বভাব ভুলিলে কেন? তুমি তো মেষ নও, তুমি যে সিংহ। মেষ-সিংহটি বলিয়া উঠিল, 'কি বলিতেছ, আমি যে মেষ, সিংহ হইব কিরূপে?' সে কোনমতে বিশ্বাস করিবে না যে, সে সিংহ, বরং সে মেষের মত চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া একটা হ্রদের দিকে লইয়া গেল, বলিল, 'এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব।' তখন সে সেই দুইটির তুলনা করিতে লাগিল। সে একবার সেই সিংহের দিকে, একবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে, সত্যিই তো আমি সিংহ। তখন সে সিংহ-গর্জন করিতে লাগিল, তাহার মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল! তোমরা সিংহস্বরূপ-তোমরা আত্মা, শুদ্ধস্বরূপ, অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতর। 'হে সখে, কেন রোদন করিতেছ? জন্ম-মৃত্যু তোমার নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছ? তোমার রোগ-দুঃখ কিছুই নাই; তুমি অনন্ত-আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে।'- এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা জগতে অসৎ-ভাব দেখি কেন? কারণ আমরা নিজেরাই অসৎ। পথের ধারে একটি স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে ভাবিল-ওটি এক পাহারাওয়ালা। নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটি শিশু উহা দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরূপে উহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিলেও উহা সেই স্থাণু—শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

বিভাগ – খ

মায়া (স্বামীজীর বাণী ও রচনা – দ্বিতীয় খণ্ড)

সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন স্থূল কার্য পর্যন্ত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎ-রূপ বিরুদ্ধভাবের সংমিশ্রণ। আমাদের জ্ঞানলাভ-বিষয়েও এই বিরুদ্ধভাব বর্তমান। এইরূপ মনে হয়, যেন মানুষ জিজ্ঞাসু হইলেই সমগ্র জ্ঞানলাভে সক্ষম হইবে; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর না হইতেই এরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পায়, যাহা অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত। তাহার সমস্ত কার্য একটি বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং সেই বৃত্তসীমা তাহার পক্ষে লঙ্ঘন করা সম্ভব নহে। তাহার অন্তরতম ও প্রিয়তম রহস্যসকল তাহাকে দিবারাত্র উত্তেজিত করিতেছে, মীমাংসার জন্য তাহাকে প্রতিদিন আহ্বান করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে সে অক্ষম; কারণ নিজ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম

করিবার সাধ্য তাহার নাই। তথাপি বাসনা তাহার অন্তরে গভীরভাবে নিহিত; কিন্তু এই-সকল উত্তেজনা দমন করাই যে মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগত আছি।

আমাদের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে বলিতেছে। অপরদিকে এক অমানুষী শক্তি বলিতেছে, শুধু নিঃস্বার্থতাই মঙ্গলকর। প্রত্যেক বালক জন্ম হইতেই আশাবাদী; সে সুখের স্বপ্নই দেখে। যৌবনে সে অধিকতর আশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয় বা অপমান বলিয়া কিছু আছে—কোন যুবকের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বৃদ্ধাবস্থা আসিল—জীবন ধ্বংসরাশিতে পরিণত হইল, সুখস্বপ্ন আকাশে বিলীন হইল; বৃদ্ধ নৈরাশ্যবাদ অবলম্বন করিলেন। এইরূপে আমরা প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশাশূন্য ও উদ্দেশ্যহীনের মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধাবিত হইতেছি। এ সম্বন্ধে 'ললিতবিস্তরে' লিখিত বুদ্ধচরিতের একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত আমাদের মনে পড়ে। এইরূপ বর্ণিত আছে—বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু রাজবাটীর বিলাসিতায় আত্মবিস্মৃত হওয়ায় তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য দেবকন্যাগণ একটি সঙ্গীত গাহিয়াছিল। সে সঙ্গীতের মর্মার্থ এইঃ 'আমরা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্তিত হইতেছি—নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।' এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না—অবিরত চলিয়াছে। এখন উপায় কি? যাঁহার অন্ন-পানের প্রাচুর্য আছে, তিনি আশাবাদী হইয়া বলেন, 'ভীতি-উৎপাদক দুঃখের কথা কহিও না। সংসারের দুঃখ ও ক্লেশের কথা শুনাইও না।' তাঁহার নিকট গিয়া বল, 'সকলই মঙ্গল।' তিনি বলেন, 'সত্যই আমি নিরাপদে আছি; এই দেখ, কেমন সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছি! আমার শীতের ভয় নাই, অন্নের অভাব নাই! অতএব আমার সম্মুখে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না।' কিন্তু অপরদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে! যাও, তাহাদিগকে শিখাও যে, সমস্তই মঙ্গল। কিন্তু ঐ যে একজন এ জীবনে ভীষণ ক্লেশ পাইয়াছে, সে তো সুখের সৌন্দর্যের মঙ্গলের কথা শুনিবে না। সে বলিতেছে, 'সকলকেই ভয় দেখাও; আমি যখন কাঁদিতেছি, তখন অপরে কেন হাসিবে? আমি সকলকেই আমার সহিত কাঁদাইব; কারণ আমি দুঃখ-পীড়িত, সকলেই দুঃখ-পীড়িত হউক—ইহাতেই আমার শান্তি।' এইরূপে আমরা আশাবাদ হইতে নৈরাশ্যবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার—সমগ্র সংসারই মৃত্যুর মুখে যাইতেছে; সকলেই মরিতেছে। আমাদের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপ, সমাজ–সংস্কার, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য, জ্ঞান—মৃত্যুই সকলের শেষ গতি। একমাত্র ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি গড়িতেছে ভাঙিতেছে; সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে; গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া, ধূলির মত চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অনাদি কাল ধরিয়াই এইরূপ চলিতেছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে—সকলেই মৃত্যুর পথে ধাবমান। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম আসক্তি! জানি না, কেন আমরা এ জীবনের প্রতি আসক্ত, কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না! ইহাই মায়া।

বিভাগ – গ

কর্মযোগের আদর্শ (স্বামীজীর বাণী ও রচনা – চতুর্থ খণ্ড)

অতঃপর শব্দ বা মন্ত্র-শক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত। আপনারা সকলেই শব্দশক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শব্দগুলি কি অদ্ভুত! প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থে—বেদ, বাইবেল, কোরানে—শব্দশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি শব্দ আছে—মানবজাতির উপর ঐগুলির আশ্চর্য প্রভাব!

তারপর আবার ভক্তিলাভের বাহ্যসহায়রূপ প্রতীক-বস্তু আছে। এইগুলিরও মানবমনের উপর প্রবল প্রভাব। ধর্মের প্রধান প্রতীক-বস্তুগুলি কিন্তু ইচ্ছামত বা খেয়ালমত রচিত হয় নাই। সেগুলি ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র। আমরা সর্বদাই রূপক-সহায়ে চিন্তা করিয়া থাকি; আমাদের সকল শব্দই বস্তুতঃ চিন্তার রূপক মাত্র, বিভিন্ন জাতি প্রকৃত কারণ না জানিয়াও বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ কারণ মনের অন্তরালে, ঐ প্রতীকগুলি চিন্তার সহিত জড়িত; যেমন চিন্তা বা ভাব হইতে প্রতীক-বস্তু বাহিরে রূপ-গ্রহণ করে, তেমনি ঐ প্রতীক আবার ভিতরে ভাবের উদ্রেক করিতে পারে। এইজন্য ভক্তিযোগের এই অংশে এই-সব ভাবোদ্দীপক প্রতীক-বস্তু, শব্দ বা মন্ত্রশক্তি, প্রার্থনা বা স্তবস্তুতির কথা আছে।

সকল ধর্মেই প্রার্থনা আছে, তবে এইটুকু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদ বা স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না, এগুলি পুণ্যকর্ম। স্বর্গাদি গমনের বা কোন প্রকার বাহ্য বস্তু লাভের জন্য প্রার্থনা কর্মমাত্র। যিনি ভগবানকে ভালবাসিতে চান, যিনি ভক্ত হইতে চান, তাঁহাকে ঐ-সকল প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাকে কেনা-বেচার দোকানদারী ধর্মভাব পুঁটুলি বাঁধিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হইবে, তবেই তিনি ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবেন। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা পাওয়া যায় না; যাহা চাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। তবে উহা অতি হীনবুদ্ধির, নিম্নাধিকারীর-ভিখারীর ধর্ম। মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য কূপ খনন করে! সেই মূর্খ-যে হীরকখনিতে আসিয়া কাচখণ্ড অন্বেষণ করে! ভগবান্ হীরকখনিস্বরূপ, তাঁহার কাছে কাচখণ্ডবৎ স্বাস্থ্য খাদ্য বস্ত্র ভিক্ষা করিতে হইবে!-কি দুর্ভাগ্য! এই দেহ একদিন মরিবেই; তবে আর বার বার দেহের স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্যে কি আছে? শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিও নিজ ধনের অতি অল্প অংশই নিজে ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি তো দিনে চার-পাঁচ বার ভোজ খাইতে পারেন না, অধিক বস্ত্রও ব্যবহার করিতে পারেন না, একজন লোক যতটা বায়ু শ্বাসযোগে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক তিনি লইতে পারেন না, তাঁহার নিজের দেহের জন্য যতটা জায়গা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থানে তিনি শুইতে পারেন না। আমরা এই জগতের সকল বস্তু কখনই একা পাইতে পারি না। যদি না পাই, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই দেহ একদিন যাইবে—এ সব কে গ্রাহ্য করে? যদি ভাল ভাল জিনিষ আসে, আসুক; যদি সেগুলি চলিয়া যায়-যাক্, তাহাও ভাল। আসিলেও ভাল, না আসিলেও ভাল। আমরা ভগবানকে লাভ করিতে চলিয়াছি। ভগবানের নিকট গিয়া এ-জিনিষ ও-জিনিষ চাওয়া ভক্তি নয়। এগুলি ধর্মের নিম্নতম সোপান, অতি নিম্নাঙ্গের কর্মমাত্র। আমরা সেই রাজরাজেশ্বরের সামীপ্যলাভের চেষ্টা করিতেছি। আমরা সেখানে ভিক্ষুকের বেশে যাইতে পারি না। যদি ঐ বেশে আমরা কোন সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইতে চাই, আমাদিগকে কি সেখানে যাইতে দেওয়া হইবে? কখনই নয়। আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। ভগবান্ রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট; তাঁহার নিকট আমরা জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতে পারি না; দোকানদারের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। কেনা-বেচা সেখানে একেবারেই চলিবে না। আপনারা বাইবেলে যেমন পড়িয়াছেন যে, যীশু যিহোবার মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে ক্রেতা-বিক্রেতাগণকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

তথাপি কেহ কেহ প্রার্থনা করে, 'হে প্রভু, আমি তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটি নূতন পোষাক দাও। হে ভগবান্ আজ আমার মাথাধরা সারাইয়া দাও, আমি কাল আরও দু-ঘন্টা বেশী প্রার্থনা করিব।' এইরূপ প্রার্থনাকারী অপেক্ষা আপনারা নিজেদের একটু উচ্চতর মনোভাবাপন্ন মনে করিবেন। মনে করিবেন, এইরূপ ছোটখাটো জিনিষের জন্য প্রার্থনা করার ঊর্ধ্বে। মানুষ যদি নিজের সমুদয় মনঃশক্তি শরীর-সুখের জন্য ঐভাবে প্রার্থনা করিয়া ব্যয় করে, তবে মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ কি?

অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেই এই প্রকার সব বাসনা—এমন কি স্বর্গ-গমনের বাসনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বর্গও এই-সব স্থানেরই মত, তবে এখানকার অপেক্ষা কিছু ভাল হইতে পারে। এখানে আমাদের কিছু দুঃখ, কিছু সুখ ভোগ করিতে হয়। স্বর্গে না হয় দুঃখ কিছু কম হইবে, সুখ কিছু বেশী হইবে। জ্ঞানের আলো সেখানে এতটুকু বাড়িবে না, স্বর্গে শুধু আমাদের পুণ্যকর্মের ফলভোগ হইবে। খ্রীষ্টানদের স্বর্গের ধারণা এই যে, উহা এমন এক স্থান, যেখানে ভোগসুখ তীব্রভাবে বর্ধিত হইবে। এইরূপ স্বর্গ কিরূপে আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে? সম্ভবতঃ আপনারা এরূপ স্থানে শত শত বার গিয়াছেন, আবার সেখান হইতে শত শত বার ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই—কিরূপে এই-সকল বাসনা অতিক্রম করা যায়? কিসে মানুষকে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে? মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ ক্রীতদাসের মত, প্রকৃতির হাতে পুতুলের মত; প্রকৃতি খেলনার মত তাহাদিগকে কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নাড়িতেছে। অতি সামান্য আঘাতে যে দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, আমরা সর্বদা সেই দেহের যত্ন করিতেছি, এবং সেই জন্যই সর্বদা ভয়ব্যাকুলচিত্তে জীবন যাপন করিতেছি। সেদিন পড়িতেছিলাম—হরিণকে নাকি প্রাণের ভয়ে প্রত্যহ প্রায় ৬০।৭০ মাইল ছুটিতে হয়। হরিণ অনেক মাইল দৌড়াইয়া গেল, তারপর কিছু খাইল। আমাদের জানা উচিত—আমরা হরিণ অপেক্ষা অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত। হরিণ তবুও খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমরা তাহাও পাই না। হরিণ যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস পাইলেই তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়াইতেছি। ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়ানো আমাদের

রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এমন বিপর্যস্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃপ্ত করিতে পারে না। সেইজন্য আমরা সর্বদাই বিকৃত বস্তু খুঁজিতেছি—অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক খাদ্যপানীয়, অস্বাভাবিক সঙ্গ ও তদনুরূপ জীবন খুঁজিতেছি। বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তবে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি! ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই—আমাদের সমগ্র জীবনটাই কতকগুলি ভয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি? হরিণের পক্ষে ভয় করিবার এক প্রকার জিনিষই আছে, যথা, ব্যাঘ্রাদি; আর মানুষের ভয় সমগ্র জগৎ হইতে।

2. Speech recital – English / ২. বক্তৃতা আবৃত্তি – ইংরেজি

1. Speeches must be recited verbatim from memory
2. Record and upload the audio file in MP3/M4A format via the Google form. (Maximum file size: 10MB).
3. If shortlisted for the offline competition, you must recite the same content verbatim from memory at Swamiji's House on **3rd October, Saturday**.

Category – I

Jnana Yoga – The Real Nature of Man (CW-II Pg 84-55)

There is a story about a lioness, who was big with young, going about in search of prey; and seeing a flock of sheep, she jumped upon them. She died in the effort; and a little baby lion was born, motherless. It was taken care of by the sheep and the sheep brought it up, and it grew up with them, ate grass, and bleated like the sheep. And although in time it became a big, full-grown lion, it thought it was a sheep. One day another lion came in search of prey and was astonished to find that in the midst of this flock of sheep was a lion, fleeing like the sheep at the approach of danger. He tried to get near the sheep-lion, to tell it that it was not a sheep but a lion; but the poor animal fled at his approach. However, he watched his opportunity and one day found the sheep-lion sleeping. He approached it and said, "You are a lion." "I am a sheep," cried the other lion and could not believe the contrary but bleated. The lion dragged him towards a lake and said, "Look here, here is my reflection and yours." Then came the comparison. It looked at the lion and then at its own reflection, and in a moment came the idea that it was a lion. The lion roared, the bleating was gone. You are lions, you are souls, pure, infinite, and perfect. The might of the universe is within you. "Why weepest thou, my friend? There is neither birth nor death for thee. Why weepest thou? There is no disease nor misery for thee, but thou art like the infinite sky; clouds of various colours come over it, play for a moment, then vanish. But the sky is ever the same eternal blue."

Category – II

Jnana Yoga – Maya and Illusion (CW-II Pg 90-92)

Coming from abstractions to the common, everyday details of our lives, we find that our whole life is a contradiction, a mixture of existence and non-existence. There is this contradiction in knowledge. It seems that man can know everything, if he only wants to know; but before he has gone a few steps, he finds an adamantine wall which he cannot pass. All his work is in a circle, and he cannot go beyond that circle. The problems which are nearest and dearest to him are impelling him on and calling, day and night, for a solution, but he cannot solve them, because he cannot go beyond his intellect. And yet that desire is implanted strongly in him. Still, we know that the only good is to be obtained by controlling and checking it. With every breath, every impulse of our heart asks us to be selfish. At the

same time, there is some power beyond us which says that it is unselfishness alone which is good. Every child is a born optimist; he dreams golden dreams. In youth he becomes still more optimistic. It is hard for a young man to believe that there is such a thing as death, such a thing as defeat or degradation. Old age comes, and life is a mass of ruins. Dreams have vanished into the air, and the man becomes a pessimist. Thus, we go from one extreme to another, buffeted by nature, without knowing where we are going. It reminds me of a celebrated song in the *Lalita Vistara,* the biography of Buddha. Buddha was born, says the book, as the saviour of mankind, but he forgot himself in the luxuries of his palace. Some angels came and sang a song to rouse him. And the burden of the whole song is that we are floating down the river of life which is continually changing with no stop and no rest. So are our lives, going on and on without knowing any rest. What are we to do? The man who has enough to eat and drink is an optimist, and he avoids all mention of misery, for it frightens him. Tell not to him of the sorrows and the sufferings of the world; go to him and tell that it is all good. "Yes, I am safe," says he. "Look at me! I have a nice house to live in. I do not fear cold and hunger; therefore, do not bring these horrible pictures before me." But, on the other hand, there are others dying of cold and hunger. If you go and teach *them* that it is all good, they will not hear you. How can they wish others to be happy when they are miserable? Thus, we are oscillating between optimism and pessimism.

Then, there is the tremendous fact of death. The whole world is going towards death; everything dies. All our progress, our vanities, our reforms, our luxuries, our wealth, our knowledge, have that one end—death. That is all that is certain. Cities come and go, empires rise and fall, planets break into pieces and crumble into dust, to be blown about by the atmospheres of other planets. Thus, it has been going on from time without beginning. Death is the end of everything. Death is the end of life, of beauty, of wealth, of power, of virtue too. Saints die and sinners die, kings die and beggars die. They are all going to death, and yet this tremendous clinging on to life exists. Somehow, we do not know why, we cling to life; we cannot give it up. And this is Māyā.

Category – III

Addresses on Bhakti Yoga (CW-IV Pg 37-38)

Then there are words. All of you have heard of the power of words, how wonderful they are! Every book—the Bible, the Koran, and the Vedas—is full of the power of words. Certain words have wonderful power over mankind. Again, there are other forms, known as symbols. Symbols have great influence on the human mind. But great symbols in religion were not created indefinitely. We find that they are the natural expressions of thought. We think symbolically. All our words are but symbols of the thought behind, and different people have come to use different symbols without knowing the reason why. It was all behind, and these symbols are associated with the thoughts; and as the thought brings the symbol outside, so the symbol, on the contrary, can bring the thought inside. So one portion of Bhakti tells about these various subjects of symbols and words and prayers. Every religion has prayers, but one thing you must bear in mind—praying for health or wealth is not Bhakti, it is all Karma or meritorious action. Praying for any physical gain is simply Karma, such as a prayer for going to heaven and so forth. One that wants to love God, to be a Bhakta, must discard all such prayers. He who wants to enter the realms of light must first give up this buying and selling, this "shopkeeping" religion, and then enter the gates. It is not that you do not get what you pray for; you get everything, but such praying is a beggar's religion. "Foolish indeed is he who, living on the banks of the Gangā, digs a little well for water. A fool indeed is the man who, coming to a mine of diamonds, seeks for

glass beads." This body will die some time, so what is the use of praying for its health again and again? What is there in health and wealth? The wealthiest man can use and enjoy only a little portion of his wealth. We can never get all the things of this world; and if not, who cares? This body will go, who cares for these things? If good things come, welcome; if they go away, let them go. Blessed are they when they come, and blessed are they when they go. We are striving to come into the presence of the King of kings. We cannot get there in a beggar's dress. Even if we wanted to enter the presence of an emperor, should we be admitted? Certainly not. We should be driven out. This is the Emperor of emperors, and in these beggar's rags we cannot enter. Shopkeepers never have admission there; buying and selling have no place there. As you read in the Bible, Jesus drove the buyers and sellers out of the Temple. Do not pray for these little things. If you seek only bodily comforts, where is the difference between men and animals? Think yourselves a little higher than that.

So, it goes without saying that the first task in becoming a Bhakta is to give up all desires of heaven and other things. The question is how to get rid of these desires. What makes men miserable? Because they are slaves, bound by laws, puppets in the hand of nature, tumbled about like playthings. We are continually taking care of this body that anything can knock down; and so, we are living in a constant state of fear. I have read that a deer has to run on the average sixty or seventy miles every day, because it is frightened. We ought to know that we are in a worse plight than the deer. The deer has some rest, but we have none. If the deer gets grass enough it is satisfied, but we are always multiplying our wants. It is a morbid desire with us to multiply our wants. We have become so unhinged and unnatural that nothing natural will satisfy us. We are always grasping after morbid things, must have unnatural excitement—unnatural food, drink, surroundings, and life. As to fear, what are our lives but bundles of fear? The deer has only one class of fear, such as that from tigers, wolves, etc. Man has the whole universe to fear.

3. Yogasana (for boys only) / ৩. যোগাসন (শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য)

1. Select and perform any 4 asanas from the provided list. The poses must be exactly as given in the picture.
2. Capture photographs of your final poses and create a single-page collage. Upload the single-page collage in jpg/png/pdf format within 10MB via the Google Form.
3. If shortlisted for the offline round, you will perform 4 asanas of your choice, along with 1 asana selected by the judges. Timings for performance of each asana pose will be notified later.
4. The offline competition will take place on **4th October, Sunday** at Swamiji's House.

১. প্রদত্ত তালিকা থেকে যেকোনো ৪টি আসন নির্বাচন করুন এবং প্রদর্শন করুন। ছবিতে দেখানো ভঙ্গিগুলো হুবহু হতে হবে।

২. আপনার চূড়ান্ত ভঙ্গির ছবি তুলুন এবং একটি পৃষ্ঠার মধ্যে jpg/png/pdf ফরম্যাট এ কোলাজ (10MB র মধ্যে) তৈরি করুন। গুগল ফর্মের মাধ্যমে কোলাজটি আপলোড করুন।

৩. অফলাইন রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত হলে, আপনি আপনার পছন্দের ৪টি আসন প্রদর্শন করবেন, এবং বিচারকদের দ্বারা নির্বাচিত ১টি আসনও করবেন। আসনের ভঙ্গিগুলো প্রদর্শন করার সময় পরে জানানো হবে।

৪. অফলাইন প্রতিযোগিতাটি **৪ অক্টোবর, রবিবার** স্বামীজির বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে।

Category I / বিভাগ ক

1) Gomukhasana / ১) গোমুখাসন।
2) Ardha Chakrasana / ২) অর্ধ চক্রাসন
3) Dandayamana Janushirshasana / ৩) দণ্ডায়মান জানুশীর্ষাসন
4) Utthita Padmasana / ৪) উত্থিত পদ্মাসন
5) Kukkutasana / ৫) কুক্কুটাসন
6) Paschimottanasana / ৬) পশ্চিমোত্তানাসন
7) Padma Shirshasana / ৭) পদ্ম শীর্ষাসন
8) Ushtrasana / ৮) উষ্ট্রাসন
9) Padma Sarvangasana / ৯) পদ্ম সর্বাঙ্গাসন
10) Ekpada Chakrasana / ১০) একপদ চক্রাসন

Category II / বিভাগ খ

1) Garudasana / ১) গরুড়াসন।
2) Karnapidasana / ২) কর্ণপীড়াসন
3) Purna Dhanurasana / ৩) পূর্ণ ধনুরাসন
4) Bakasana / ৪) বকাসন
5) Natarajasana / ৫) নটরাজাসন
6) Purna Matsyendrasana / ৬) পূর্ণ মৎস্যেন্দ্রাসন
7) Hanumanasana / ৭) হনুমানাসন
8) Purna Bhujangasana / ৮) পূর্ণ ভুজঙ্গাসন
9) Padma Mayurasana / ৯) পদ্ম ময়ূরাসন
10) Chakra Bandhasana / ১০) চক্র বন্ধাসন

Category III / বিভাগ গ

1) Purna Shalavasana / ১) পূর্ণ শলভাসন
2) Halasana / ২) হলাসন
3) Purna Dhanurasana / ৩) পূর্ণ ধনুরাসন
4) Batayanasana / ৪) বাতায়নাসন
5) Brischikasana / ৫) বৃশ্চিকাসন
6) Garvasana / ৬) গর্ভাসন
7) Utthita Padahastasana / ৭) উত্থিত পদহস্তাসন
8) Ekapada Rajkapotasana / ৮) একপদ রাজকপোতাসন
9) Omkarasana / ৯) ওঙ্কারাসন
10) Tittibhasana / ১০) টিট্টিভাসন

4. Music / ৪. সঙ্গীত

1. Songs must be sung verbatim from memory
2. Record and upload the audio file in MP3/M4A format via the Google form. (Maximum file size: 10MB).
3. If shortlisted for the off-line competition, you must sing the same song verbatim from memory at Swamiji's House on **4th October, Sunday**.

১. গানগুলি মুখস্থ করে গাইতে হবে ।
২. নির্ধারিত গুগল ফর্মের মাধ্যমে আপনার গানের অডিও ফাইলটি MP3/M4A ফর্ম্যাটে রেকর্ড করে আপলোড করুন। (সর্বোচ্চ ফাইলের আকার: 10MB)।
৩. যদি অফ-লাইন প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হন, তাহলে আপনাকে **৪ অক্টোবর, রবিবার** স্বামীজির বাড়িতে স্মৃতি থেকে একই গান গাইতে হবে।

গানের বিষয়:

বিভাগ ক

স্বদেশ বিদেশ (নির্বাচিত অংশ) - স্বামী অভেদানন্দ

ইমন-কল্যাণ-একতাল
স্বদেশ বিদেশ উছলি উঠিছে তোমার নবীন তন্ত্র,
আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিছে তোমার মোহন মন্ত্র,
নন্দিত-ধরা-মন্দির মাঝে ধর্মের স্রক্ গন্ধ
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো – বিশ্ব বিবেকানন্দ ।

অরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যে দিন বঙ্গে,
স্বরগ করিল সুরভি বৃষ্টি বরষে আশিস্ সঙ্গে
প্রেমের পুণ্য-প্রবাহে সাজিলে গৌর নিত্যানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো – বিশ্ব বিবেকানন্দ ।

দ্যুলোকের ছবি হেরিলে পুলকে গুরুর চরণ তলে,
আর্তের সেবা মর্ত্যে আনিলে ভাসিয়া নয়ন জলে,
বিশ্ব প্রেমের বিকশিত খনি – চিত্তে হরষানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো – বিশ্ব বিবেকানন্দ ।

বিভাগ খ

কে রে পদ্ম-পলাশ-লোচন - স্বামী প্রেমেশানন্দ

আড়ানা-একতাল
কে রে পদ্ম-পলাশ-লোচন ।
কে রে শারদ-ইন্দু-নিন্দিত-চারু-ভুবনমোহন-আনন ।।

শ্মশান আলয়, সন্ন্যাসী বেশ, নাহিক অন্তরে বাসনার লেশ,
নির্ভীক চিতে ভ্রম ধরণীতে, মরণ-ভীতি-বারণ।।
জ্ঞান-ঘন-তনু, শুক হেন বাসি, অখণ্ড-বিলাসী তুমি ব্রহ্মঋষি,
প্রেমরস পানে হরিগুণ গানে নারদ বীণা বাদন।।

জড়-বিজ্ঞান-কৌরব রণে পার্থ কি এলে বাসুদেব সনে,
রাম-গত-প্রাণ বীর হনুমান, লবণাম্বুধি-লঙ্ঘন।
জ্ঞান-প্রেম-কর্ম ত্রিশূলধারী, নররূপ ধরি এলে ত্রিপুরারি,
বিষাণ বাদনে 'অভিরভীঃ' স্বনে মোহ-বন্ধন-খণ্ডন।
শরণাগত চরণে তোমার 'বিবেকানন্দ' বীর অবতার,
কিবা পরিচয় রামকৃষ্ণ-ময় মম মানস রঞ্জন।।

বিভাগ গ –

ক্ষাত্র বীর্য ব্রহ্মতেজ - স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মালকোষ-তেওরা
ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ মূরতি ধরিয়া এল এবার।
গগনে পবনে উঠিল রে ঐ "মাভৈঃ মাভৈঃ" হুহুঙ্কার।।
আশ্বাস দিল শঙ্কিত জনে, পুলক জাগালো হতাশ জীবনে,
'উত্তিষ্ঠত' গরজি' সঘনে সুপ্তি নাশিল এ বসুধার।।
'অমৃতস্য পুত্র' আমরা, মৃত্যু মোদের নাহি রে আর,
কার ভয়ে তবু কেঁদে দিশেহারা, উঠে দাঁড়া! মিছে স্বপন ছাড়্।
ত্যাগ ও সেবার বিজয় কেতন, নির্ভয়ে চল বিদরি' গগন,
ধন্য হইবে বিশ্ব ভুবন, সাথে আছে সদা আশীষ তাঁর।।

5. Essay Writing / ৫. প্রবন্ধ লেখা

1. Essay writing topics:
   Category I: Swami Vivekananda at the World Parliament of Religions, Chicago.
   Category II: Parivrajaka life of Swami Vivekananda
   Category III: Swami Vivekananda's vision of Awakened India
2. Language: Essays can be written in either Bengali or English.
3. Word Limit: 1,000 words. Maximum file size 10MB
4. Submission - Submit a scanned copy in pdf format of your handwritten essay online via designated Google Form
5. Offline Competition:
   - If shortlisted, you must appear in person at Swamiji's House to participate in the off-line Essay Writing competition on **11th October, Sunday**.

- The essay topic for the off-line competition will be announced on the spot and may be different from the online subject.
- Word Limit: **1,000 words**. Duration for writing: **1 hour**

১. প্রবন্ধ লেখার বিষয়:

বিভাগ ক - শিকাগো বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ।

বিভাগ খ - পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ।

বিভাগ গ - স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে প্রবুদ্ধ ভারত।

২. ভাষা: প্রবন্ধ বাংলা বা ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লেখা যেতে পারে।

৩. শব্দসীমা: ১,০০০ শব্দ। (সর্বোচ্চ ফাইলের আকার: 10MB)।

৪. হাতেলেখা প্রবন্ধ টি pdf ফরম্যাট এ স্ক্যান করে 10MB র মধ্যে তৈরি করে গুগল ফর্ম এ আপলোড করতে হবে।

৫. অফলাইন প্রতিযোগিতা:

• যদি নির্বাচিত হন, তাহলে **১১ অক্টোবর, রবিবার** অফ-লাইন প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে স্বামীজির বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে।

• অফলাইন প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রতিযোগিতাস্থলেই ঘোষণা করা হবে এবং অনলাইন বিষয় থেকে তা আলাদা হতে পারে।

• শব্দসীমা: **১,০০০ শব্দ**। লেখার সময়সীমা: **১ ঘন্টা**।

6. Sanskrit Chanting / ৬. সংস্কৃত স্তবপাঠ

1. Shlokas must be chanted verbatim from memory
2. Record and upload the audio file in MP3/M4A format via the Google form. (Maximum file size: 10MB).
3. If shortlisted for the off-line competition, you must recite the same shloka verbatim from memory at Swamiji's House on **11th October, Sunday**.

১.শ্লোকগুলি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হবে।
২.গুগল ফর্মের মাধ্যমে আপনার সংস্কৃত স্তবপাঠের অডিও ফাইলটি MP3/M4A ফর্ম্যাটে রেকর্ড করে আপলোড করুন। (সর্বোচ্চ ফাইলের আকার: 10MB)।
৩.অফ-লাইন প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হলে, আপনাকে **১১ অক্টোবর, রবিবার** স্বামীজির বাড়িতে একই শ্লোক না দেখে আবৃত্তি করতে হবে।

Category I - अर्गला स्तोत्र (१-९)
ॐ नमश्चण्डिकायै - मार्कण्डेय उवाच
ॐ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि।
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते॥१॥

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते॥२॥
मधुकैठभविध्वंसि विधातृ-वरदे नमः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥३॥
महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥४॥
धूम्रनेत्रवधे देवि धर्मकामार्थदायिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥५॥
रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥६॥
निशुम्भशुम्भनिर्णाशि त्रैलोक्यशुभदे नमः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥७॥
वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥८॥
अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥९॥

বিভাগ ক - অর্গলা স্তোত্র (১-৯)

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ - মার্কণ্ডেয় উবাচ
ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তুতে॥১॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে ॥২॥
মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ-বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৩॥
মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৪॥
ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৫॥
রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডেবিনাশিনি ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৬॥
নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৭॥
বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৮॥
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৯॥

Category II - श्री रामाष्टकम्

भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनम् ।
स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् ॥ 1१ ॥
जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकम् ।
स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे ह राममद्वयम् ॥ २ ॥
निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवाऽपहम् ।
समं शिवं निरञ्जनं भजे ह राममद्वयम् ॥ ३ ॥
सदाप्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम् ।
निराकृतिं निरामयं भजे ह राममद्वयम् ॥ ४ ॥
निष्प्रपञ्चनिर्विकल्पनिर्मलं निरामयम् ।
चिदेकरूपसन्ततं भजे ह राममद्वयम् ॥ ५ ॥
भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितम् ।
गुणाकरं कृपाकरं भजे ह राममद्वयम् ॥ ६ ॥
महासुवाक्यबोधकैर्विराजमानवाक्पदैः ।
परं च ब्रह्म व्यापकं भजे ह राममद्वयम् ॥ ७ ॥
शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहम् ।
विराजमानदेशिकं भजे ह राममद्वयम् ॥ ८ ॥
रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं
व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः ।
विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं
सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् ॥ ९ ॥
इति श्रीव्यासप्रोक्तश्रीरामाष्टकम् ।

বিভাগ খ - শ্রী রামাষ্টকম্

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্ ।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥ ১ ॥
জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্ ।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥
নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাঽপহম্ ।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
সদা প্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্ ।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৪ ॥
নিষ্প্রপঞ্চনির্বিকল্পনির্মলং নিরাময়ম্ ।
চিদেকরূপসন্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৫ ॥
ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতম্ ।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৬ ॥
মহাসুবাক্যবোধকৈর্বিরাজমানবাক্পদৈঃ ।
পরং চ ব্রহ্ম ব্যাপকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্ ।
বিরাজমানদেশিকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥
রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যং
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ |
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্তিং
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীব্যাসপ্রোক্তশ্রীরামাষ্টকম্ ।

Category III - শ্রী শারদাভুজঙ্গপ্রযাতাষ্টকম্

সুবক্ষোজকুম্ভাং সুধাপূর্ণকুম্ভাং প্রসাদাবলম্বাং প্রপুণ্যাবলম্বাম্ ।
সদাস্যেন্দুবিম্বাং সদানোষ্ঠবিম্বাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ১ ॥
কটাক্ষে দয়ার্দ্রাং করে জ্ঞানমুদ্রাং কলাভির্বিনিদ্রাং কলাপৈঃ সুভদ্রাম্ ।
পুরস্ত্রীং বিনিদ্রাং পুরস্তুঙ্গভদ্রাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ২ ॥
ললামাঙ্কফালাং লসদ্গানলোলাং স্বভক্তৈকপালাং যশঃশ্রীকপোলাম্ ।
করে ত্বক্ষমালাং কনৎপত্রলোলাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৩ ॥
সুসীমন্তবেণীং দৃশা নির্জিতৈণীং রমৎকীরবাণীং নমদ্বজ্রপাণীম্ ।
সুধামন্থরাস্যাং মুদা চিন্ত্যবেণীং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৪ ॥
সুশান্তাং সুদেহাং দৃগন্তে কচান্তাং লসৎসল্লতাঙ্গীমনন্তামচিন্ত্যাম্ ।
স্মৃতাং তাপসৈঃ সর্গপূর্বস্থিতাং তাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৫ ॥
কুরঙ্গে তুরঙ্গে মৃগেন্দ্রে খগেন্দ্রে মরালে মদেভে মহোক্ষেঽধিরূঢাম্ ।
মহত্যাং নবম্যাং সদা সামরূপাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৬ ॥
জ্বলৎকান্তিবহ্নিং জগন্মোহনাঙ্গীং ভজে মানসাম্ভোজ সুভ্রান্তভৃঙ্গীম্ ।
নিজস্তোত্রসঙ্গীতনৃত্যপ্রভাঙ্গীং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৭ ॥
ভবাম্ভোজনেত্রাজসম্পূজ্যমানাং লসন্মন্দহাসপ্রভাবক্ত্রচিহ্নাম্ ।
চলচ্চঞ্চলাচারুতাটঙ্ককর্ণাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৮ ॥
ইতি শ্রীশারদাভুজঙ্গপ্রযাতাষ্টকম্ ।

বিভাগ গ - শ্রী শারদাভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকম্

সুবক্ষোজকুম্ভাং সুধাপূর্ণকুম্ভাং প্রসাদাবলম্বাং প্রপুণ্যাবলম্বাম্ ।
সদাস্যেন্দুবিম্বাং সদানোষ্ঠবিম্বাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ১ ॥
কটাক্ষে দয়ার্দ্রাং করে জ্ঞানমুদ্রাং কলাভির্বিনিদ্রাং কলাপৈঃ সুভদ্রাম্ ।
পুরস্ত্রীং বিনিদ্রাং পুরস্তুঙ্গভদ্রাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ২ ॥
ললামাঙ্কফালাং লসদ্গানলোলাং স্বভক্তৈকপালাং যশঃশ্রীকপোলাম্ ।
করে ত্বক্ষমালাং কনৎপত্রলোলাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৩ ॥
সুসীমন্তবেণীং দৃশা নির্জিতৈণীং রমৎকীরবাণীং নমদ্বজ্রপাণীম্ ।
সুধামন্থরাস্যাং মুদা চিন্ত্যবেণীং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্ ॥ ৪ ॥

সুশান্তাং সুদেহাং দৃগন্তে কচান্তাং লসৎসল্লতাঙ্গীমনন্তামচিন্ত্যাম্।
স্মৃতাং তাপসৈঃ সর্গপূর্বস্থিতাং তাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্॥ ৫ ॥
কুরঙ্গে তুরঙ্গে মৃগেন্দ্রে খগেন্দ্রে মরালে মদেভে মহোক্ষেঽধিরূঢাম্।
মহত্যাং নবম্যাং সদা সামরূপাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্॥ ৬ ॥
জ্বলৎকান্তিবহ্নিং জগন্মোহনাঙ্গীং ভজে মানসাম্ভোজ সুভ্রান্তভৃঙ্গীম্।
নিজস্তোত্রসঙ্গীতনৃত্যপ্রভাঙ্গীং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্॥ ৭ ॥
ভবাম্ভোজনেত্রাজসম্পূজ্যমানাং লসন্মন্দহাসপ্রভাবক্ত্রচিহ্নাম্।
চলচ্চঞ্চলাচারুতাটঙ্ককর্ণাং ভজে শারদাম্বামজস্রং মদম্বাম্॥ ৮ ॥
ইতি শ্রীশারদাভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকম্।

7. Drawing / ৭. অঙ্কন

1) Participants must use only pastels and watercolor mediums. The use of pens and sketch-pens is strictly prohibited.
2) Artwork must align exactly with the assigned subject for your category.
   Category I – Artwork depicting any incident from Sri Ramakrishna Paramahamsa Dev's childhood.
   Category II – Representation of Swami Vivekananda during his wandering days.
   Category III – Narendranath in the vicinity of Sri Ramakrishna.
3) The judges' decision is final and binding.
4) Participants must first submit their drawings on-line by the specified deadline in jpg/png/pdf format within 10MB.
5) Shortlisted candidates will be required to attend an offline competition at RKM Swamiji's Ancestral House on **31st October, Saturday**. The subject remains unchanged. Duration for drawing – **1½ hours**.
6) During the offline competition, organizers will provide drawing paper, but participants must bring their own materials.

১) প্যাস্টেল ও জলরং এই দুটি ব্যবহার করা যাবে প্রতিযোগিতায়। পেন ও স্কেচপেন ছবিতে ব্যবহার নিষিদ্ধ।
২) বিভাগ অনুযায়ী প্রদত্ত বিষয়বস্তুই আঁকতে হবে।
বিভাগ ক - ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ছেলেবেলার যে কোনো ঘটনার ওপর ভিত্তি করে চিত্র অঙ্কন
বিভাগ খ - স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের যে কোনো ঘটনার ওপর ভিত্তি করে চিত্র অঙ্কন
বিভাগ গ - শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে নরেন্দ্রনাথ - এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে চিত্র অঙ্কন
৩) প্রতিযোগিতায় বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
৪) অনলাইনে সকল প্রতিযোগী তাদের অঙ্কন এর ছবি তুলে jpg /png/pdf ফরম্যাট এ 10MB র মধ্যে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে গুগল ফর্ম এ জমা করতে হবে।

৫) বিচারকদের দ্বারা নির্বাচিত হলে প্রতিযোগীদের, **৩১ অক্টোবর, শনিবার** স্বামীজীর পৈতৃক ভিটায় উপস্থিত হয়ে প্রদত্ত একই বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অঙ্কনের সময়সীমা: **১$^{১}/_{২}$ ঘন্টা**।

৬) স্বামীজীর বাড়িতে চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতার দিন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র অঙ্কনের কাগজ প্রদান করা হবে।

8. Elocution / ৮. বক্তৃতা

১. বক্তৃতার বিষয়:

বিভাগ - ক: " জীবে প্রেম করে যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বিভাগ - খ: "জনসাধারণ কে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা।"

বিভাগ - গ: "প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক।"

২. ভাষা: **বাংলা**।

৩. সর্বোচ্চ সময়সীমা: **৩ মিনিট।**

৪. নির্ধারিত গুগল ফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে আপনার বক্তৃতার অডিও ফাইলটি MP3/M4A ফর্ম্যাটে রেকর্ড করে আপলোড করুন। (সর্বোচ্চ ফাইলের আকার: 10MB)।

৫. অফলাইন প্রতিযোগিতা:

• যদি নির্বাচিত হন, তাহলে **৩১ অক্টোবর, শনিবার** অফ-লাইন বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে স্বামীজির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিতে হবে।

• অফলাইন প্রতিযোগিতার জন্য বক্তৃতার বিষয় অনলাইনের বিষয়ের মতোই হবে। সর্বোচ্চ সময়সীমা: **৩ মিনিট**।

9. Abritti / ৯. আবৃত্তি

১. মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হবে **।**

২. নির্ধারিত গুগল ফর্মের মাধ্যমে আপনার আবৃত্তির অডিও ফাইলটি MP3/M4A ফর্ম্যাটে রেকর্ড করে আপলোড করুন। (সর্বোচ্চ ফাইলের আকার: 10MB)।

৩. অফলাইন প্রতিযোগিতা:

• যদি নির্বাচিত হন, তাহলে **১ নভেম্বর, রবিবার** অফ-লাইন আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে স্বামীজির বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে একই আবৃত্তি মুখস্থ বলতে হবে।

আবৃত্তির বিষয়:

বিভাগ ক

গাই গীত শুনাতে তোমায় (নির্বাচিত অংশ) - স্বামী বিবেকানন্দ

গাই গীত গুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশ-কথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।

আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।

বিভাগ - খ

বিবেকানন্দ (নির্বাচিত) (ঝরা পালক) — জীবনানন্দ দাশ

জয়, তরুণের জয়!
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক, জয়, জয় চিন্ময়!
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিল, উষা উঠেছিল জেগে
পূর্ব তোরণে, বাংলার-আকাশে, অরুণ-রঙিন মেঘে;
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া— জগৎ গেছিল রেঙে।

হে যুবক মুসাফের,
স্থবিরের বুকে ধ্বনিলে শঙ্খ জাগরণপর্বের!
জিঞ্জির-বাঁধা ভীত চকিতেরে অভয় দানিলে আসি,
সুপ্তের বুকে বাজালে তোমার বিষাণ হে সন্ন্যাসী,
রক্ষের বুকে বাজালে তোমার কালীয় দমন বাঁশি!

আসিলে সব্যসাচী,
কোদণ্ডে তব নব উল্লাসে নাচিয়া উঠিল প্রাচী!
টঙ্কারে তব দিকে দিকে শুধু রণিয়া উঠিল জয়,
ডঙ্কা তোমার উঠিল বাজিয়া মাভৈঃ মন্ত্রময়;
শঙ্কাহরণ ওহে সৈনিক, নাহিকো তোমার ক্ষয়!

বিভাগ - গ

কে জানে মায়ার খেলা - স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদ কবিতা)

(Who knows how Mother plays: অনুবাদ: প্রণবরঞ্জন ঘোষ)
কে জানে – হয়তো তুমি ক্রান্তদর্শী ঋষি!
সাধ্য কার স্পর্শ করে সে অতল গভীর গহন,
যেখানে লুকানো রয় মা'র হাতে অমোঘ অশনি!

হয়তো পড়েছে ধরা উৎসুক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে,
দৃশ্যের আড়ালে কোন ছায়ার সংকেত,
মুহূর্তে যা হ'তে পারে দুর্নিবার ঘটনাপ্রবাহ।
আসে তারা কখন কোথায়, মা ছাড়া কে জানে!

হয়তো বা জ্ঞানদীপ্ত মহান্ তাপস,
বলেছেন যতটুকু,

তারো বেশী পেয়েছেন প্রাণে।
কে জানে কখন,
কার হৃদি-সিংহাসনে
মা আমার পাতেন আসন।
মুক্তিরে বাঁধিবে কোন্ নিয়মশৃঙ্খলে,
ইচ্ছারে ফিরাবে তাঁর কোন্ পুণ্য বলে,
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি খেয়াল তাঁহার
ইচ্ছা মাত্র অমোঘ বিধান।

হয়তো শিশুর চোখে দিব্যদৃষ্টি জাগে,
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা পিতার হৃদয়,
হয়তো সহস্র শক্তি কন্যার অন্তরে
রেখেছেন বিশ্বমাতা সযত্ন সঞ্চয়।

10. Quiz / ১০. কুইজ

রেফারেন্স বই (উদ্বোধন প্রকাশনা) - কুইজ অন শ্রী শ্রী সারদাদেবী, কুইজ অন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, কুইজ অন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী শ্রী মা সারদা, শ্রী রামকৃষ্ণ জীবনী, স্বামী বিবেকানন্দ।

১. কুইজ প্রতিযোগিতাটি **বাংলা ভাষায়** পরিচালিত হবে, এবং বয়স বিভাগ অনুযায়ী বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

বিভাগ ক: শ্রীমা সারদাদেবীর উপর কুইজ
বিভাগ খ: শ্রী রামকৃষ্ণেদোবের উপর কুইজ
বিভাগ গ: স্বামী বিবেকানন্দের উপর কুইজ

২. প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়টি অন–লাইনে হবে। সব প্রতিযোগীকে নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হবে। এই গ্রুপের মাধ্যমেই প্রতিযোগীদের দিনক্ষণ ও সময় আগেই জানানো হবে। প্রশ্নপত্রটি প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে একটি গুগল ফর্ম–র মাধ্যমে এই গ্রুপে পোস্ট করা হবে।

৩. এই পর্যায়ের প্রশ্নগুলি বহু–নির্বাচনী (মালটিপল চয়েস) এবং সংক্ষিপ্ত আকারের হবে। প্রশ্নের মান বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ নেবেন।

৪. বিজয়ী প্রতিযোগীদের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের অফ–লাইন প্রতিযোগিতা হবে আগামী **১ নভেম্বর, রবিবার**, কলকাতায় স্বামিজীর পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। সময় পরে জানানো হবে।

৫. প্রথম পর্যায়ের সফল প্রতিযোগীদের নিয়ে কর্তৃপক্ষ চার জনের এক–একটি দল তৈরি করবেন, যারা দল হিসেবে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করবে। এই দল নির্বাচন চূড়ান্ত পর্যায়ের আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

৬. অফ–লাইন প্রতিযোগিতা থেকে তিনটি বিভাগেই পাঁচটি করে দল চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি হবে।

৭. চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতাটি মৌখিক প্রশ্ন, অডিও–ভিস্যুয়াল ইত্যাদি প্রচলিত বিভিন্ন রকমের হবে।

৮ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায়, তিন দলের সদস্যরা নিম্নলিখিত নগদ পুরস্কার পাবেন:

১) বিজয়ী দলের প্রতিটি ₹১,০০০
২) বিজিত দলের প্রতিটি ₹৭৫০
৩) বিশেষ পুরস্কার দলের প্রতিটি ₹৫০০

এছাড়াও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সকল প্রতিযোগীকে শংসাপত্র এবং বই উপহার দেওয়া হবে।